মাদক পরিবহনে ব্যবহার

(শেষ পাতার পর)

সূত্র জানায়, সুনির্দিষ্ট অভিযোগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে মাঝে মাঝেই কুরিয়ার সার্ভিস থেকে মাদকদ্রব্যও উদ্ধার করছে। সেজন্য দেশিবিদেশি কুরিয়ার সার্ভিসকে নোটিস দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ডাক, কুরিয়ার সার্ভিস ও এক্সপোর্ট কার্গোর মাধ্যমে অবৈধ মাদক পাচার শনাক্ত ও রোধে সংশ্লিষ্টদের বেশ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে প্রেরক ও প্রাপকের ফোন নম্বর ও এনআইডি নিতে জোর দেয়া হয়েছে। কারণ অভিযান চালিয়ে দেখা গেছে অনেক সময়ই প্রাপক এবং গ্রাহকের যোগাযোগের সঠিক ঠিকানা দেয়া থাকে না। ফলে বেশির ভাগ অপরাধীকে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া পার্সেলগুলো ড্রাগ ডিটেকটিভ মেশিন ও স্ক্যানারে পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে। সমপ্রতি মাদকবিরোধী এক বিশেষ অভিযানে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রায় ৬৬ কেজি সিসা ও ৪১টি হুক্কা জব্দ করে ডিএনসি। ওই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা ফেসবুক পেজের মাধ্যমে অবৈধভাবে ওই নেশাদ্রব্য সারা দেশে সরবরাহ করতো। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ক্রেতার কাছে সিসা পাঠাতো। সেক্ষেত্রে তারা দুটি কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবহার করতো।

সূত্র আরো জানায়, এখন পর্যন্ত দেশে ২ হাজার ৬৪২ কেজি ভয়ংকর ও ক্ষতিকারক মাদক 'খাট' জব্দ করা হয়েছে। ওই মাদক বৃহত্তর আফ্রিকা বিশেষ করে ইথিওপিয়া থেকে এসেছে। পাচারকারীরা মাদকের ট্রানজিট রুট হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করছে। আফ্রিকার মাদকগুলো তারা ইউরোপের দিকে পাঠিয়ে দেয়। ওই কাজেও দেশিবিদেশি বিভিন্ন কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশে জব্দ খাট মাদকের সব চালানই কুরিয়ার সার্ভিসে এসেছে। অনেক সময় বিদেশি নাগরিকরা ওই খাট মাদক বহন করছে। তাছাড়া গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সমপ্রতি ঢাকার উত্তরা থেকে ৬ কেজি ৩০০ গ্রাম ক্ষতিকর মাদক কিটামিন ডিএনসি উদ্ধার করেছে। ওই ঘটনায় তিন চীনা নাগরিককে আটক করা হয়। তারা বিশেষ কৌশলে সাউন্ডবক্সের ভিতরে লুকিয়ে ওসব মাদক শ্রীলঙ্কা ও চীনে পাচার করছিলো। একইভাবে একটি আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ইতালিতে পাচারের সময় গাজীপুরের টঙ্গী থেকে ৬ কেজি ৪৪ গ্রাম কিটামিন জব্দ করে ডিএনসি। তোয়ালের ভিতর বিশেষ কায়দায় দ্রবীভূত করে মাদকের ওই চালানটি পাঠানো হচ্ছিলো। ওই ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়।

এদিকে এ বিষয়ে ডিএনসির উপপরিচালক (অপারেশনস) মুকুল জ্যোতি চাকমা জানান, কুরিয়ার সার্ভিসগুলোতে ডিএনসির গোয়েন্দা নজরদারি রয়েছে। ইতিমধ্যেই ডাক, কুরিয়ার সার্ভিস ও এক্সপোর্ট কার্গো সংশ্লিষ্টদের কর্মপন্থাসংক্রান্ত নির্দেশনা দেয়া আছে। ওই নির্দেশনা ঠিকমতো মানছে কি না তা নিয়মিত মনিটরিং করায় সফলতা আসছে। মাদকের বিরুদ্ধে ডিএনসির অবস্থান জিরো টলারেন্স। অভিযোগ পেলেই অভিযান চালানো হচ্ছে এবং মাদকদ্রব্য জব্দসহ জড়িতদের আটক করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির মির্জা ফখরুল

(শেষ পাতার পর)

সফরসূচি নির্ধারণ হতে পারে।

এর আগে রাষ্ট্রপতির সফর উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করেছিল জেলা প্রশাসন। প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আবাসন, যানবাহনসহ বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

গত সোমবার (২৪ আগস্ট) রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের আপন বিভাগের প্রটোকল শাখা থেকে ঠাকুরগাঁওয়ের জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়, রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ৩০ ও ৩১ আগস্ট ঠাকুরগাঁও জেলা সফর করবেন। সফর শেষে ৩১ আগস্ট তার ঢাকায় ফেরার কথা ছিল। একই চিঠিতে রাষ্ট্রপতি ও তার সফরসঙ্গীদের গমনাগমনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আবাসন ও যানবাহনের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি সফরের বিস্তারিত সূচি ও সফরসঙ্গীদের অনুমোদিত তালিকা পরে পাঠানো হবে বলেও জানানো হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার পর নিজ জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে মির্জা ফখরুলের প্রথম সফর ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। তার সফরকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি দপ্তরেও প্রস্তুতি শুরু হয়। তবে শেষ পর্যন্ত অনিবার্য কারণে সফরটি স্থগিত করা হল।

এর আগে গত ২০ আগস্ট জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২৫৫ ভোট পেয়ে জয়ী হন। তিনি জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদকে পরাজিত করেন।

পরদিন ২১ আগস্ট সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের ঐতিহাসিক দরবার হলে দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

ফের সাফারি পার্কে

(শেষ পাতার পর)

পরীক্ষা করা হয়। সাফারি পার্কের ডা. হাতেম সাজ্জাত মো. জুলকার নাইন হাতি দুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। এর পর তাদের আলাদা বেষ্টনীতে রাখা হবে।

পার্ক কর্তৃপক্ষ জানান, হাতি দুটির নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন মন্ত্রী। সেই নির্দেশনার ভিত্তিতেই সোমবার অভিযান চালিয়ে হাতি 'নিহারকলিকে' মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ এবং হাতি 'সম্রাট বাহাদুরকে' জুড়ী উপজেলার শিলুয়া চা-বাগান সংলগ্ন এলাকা থেকে বন বিভাগের হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে তাদের খোলা ট্রাকে করে গাজীপুর সাফারি পার্কে আনা হয়। আনার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে খাবার দেওয়া হয়।

সাফারি পার্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী বন সংরক্ষক) তারেক রহমান বলেন, হাতি দুটিকে আনার পর বন বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সেগুলোর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এর পর এদের গোসল করিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হয়েছে। এদের যত্ন বাড়ানো হয়েছে। আশা করি হাতিগুলা এখানে বেশ আরামে ও নিরাপদে থাকবে।

গাজীপুর সাফারি পার্কের প্রকল্প পরিচালক (ঢাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা) ইকবাল হোসাইন চৌধুরী জানান উদ্ধার করে হাতি দুটিকে ('সম্রাট বাহাদুর' ও 'নিহারকলি') আজ সাফারি পার্কে আনা হয়েছে। খোলা ট্রাকে করে এনে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এরপর কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাদের পার্কের নির্দিষ্ট নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়েছে। এখন থেকে এগুলো এ সাফারি পার্কেই থাকবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ইউএনডিপির

(শেষ পাতার পর)

কথা জানান। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে সাংবিধানিক সংস্কার, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা, পুলিশের সামর্থ্য বৃদ্ধি, গুজব ও অপতথ্য রোধে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা, প্রস্তাবিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন এবং গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি বলেন, আমরা বর্তমান সরকারের লক্ষ্য, অগ্রাধিকার ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে চাই। তিনি মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আপনি সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন জেনে আমরা আনন্দিত। আপনি চাইলে আমরা এ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে আগ্রহী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউএনডিপির ধারাবাহিক সহায়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে এই সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করার আহ্বান জানান। বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) জন্য ইউএনডিপির সহায়তার কথা উল্লেখ করে আবাসিক প্রতিনিধি জানান, ক্যাম্প এলাকায় পরিবেশ সুরক্ষা (যেমন– পাহাড় ধস প্রতিরোধ) এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ইউএনডিপি কাজ করে যাচ্ছে। এ সময় মন্ত্রী বলেন, আমরা রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বর্তমান অবকাঠামোর যথোপযুক্ত উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন চাই, তবে বৃহত্তর স্বার্থে সেখানে নতুন করে কোনো অবকাঠামো নির্মাণ করতে চাই না। আবাসিক প্রতিনিধি জানান, ইউএনডিপি বাংলাদেশ পুলিশের পেশাগত দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধিতে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, সংঘাত ও বিরোধ নিষ্পত্তি-সহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। মন্ত্রীও এ সময় পুলিশের দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধিতে ইউএনডিপির সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার প্রতিরোধ প্রসঙ্গে আবাসিক প্রতিনিধি বলেন, বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন গুজব, অপতথ্য ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ছে। এগুলো কার্যকরভাবে রোধে আমরা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করছি। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দিতে চাই, যাতে কোনো লঙ্ঘন ঘটলে দ্রুত প্রতিকার নিশ্চিত করা যায়। মন্ত্রী এ বিষয়ে বলেন, সাইবার সুরক্ষা আইন ইতোমধ্যে পাস হয়েছে। আপনারা এ আইনের সফল বাস্তবায়নে লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করতে পারেন। প্রস্তাবিত মানবাধিকার কমিশন আইন সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০২৬'-এর খসড়া মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে এবং জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে এটি পাস হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তিনি বলেন, আইনটি প্রণয়নে ইউএনডিপি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিদেশি মিশন, উন্নয়ন অংশীদার, পত্রিকার সম্পাদক ও আইনজীবী-সহ বিভিন্ন অংশীজনের মতামত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দেশের সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও ধর্মীয় অনুভূতিকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। আশা করা যায়, এটি একটি যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য আইন হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। বৈঠকে মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে দেশে কোনো গুম বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি। এ সময় নিজের গুম হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন ২০২৬'-এর খসড়াও মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশের সঠিক ভাবমূর্তি তুলে ধরার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে আবাসিক প্রতিনিধি বলেন, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সবসময় বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি উদার ও ধর্মীয় সহনশীল দেশ এবং ইউএনডিপি এ ইতিবাচক ভাবমূর্তি বাস্তবায়নেও কাজ করতে আগ্রহী। সাক্ষাৎকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক ও বহিরাগমন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, রাজনৈতিক-১ অধিশাখার যুগ্মসচিব রেবেকা খান এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পার্টনারশিপ সাপোর্ট স্পেশালিস্ট সাইফ ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্যিক কোচিং কার্যক্রমে

(শেষ পাতার পর)

পরিচালিত সরাসরি বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কোচিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ততার বিষয়ে সার্ভিসের সদস্যদের জন্য নির্দেশনা জারি করা হলো: ক. সার্ভিসের কোনো সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত সরাসরি বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কোচিং কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারবেন না। খ. সার্ভিস-এর কোনো সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তার নাম, পদবি, ছবি বা পরিচয় সরাসরি বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কোচিং সংক্রান্ত প্রচার প্রচারণার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না কিংবা এমন ধরনের ব্যবহার অনুমোদন করতে পারবেন না। গ. সার্ভিসের কোনো সদস্য বিচারিক দায়িত্ব পালনের সুবাদে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয়, অপ্রকাশিত বা দাফতরিক তথ্য সরাসরি বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কোচিং কার্যক্রমে প্রকাশ, সরবরাহ বা ব্যবহার করতে পারবেন না। ঘ. সার্ভিসের কোনো সদস্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত সরাসরি বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কোচিংয়ের জন্য শিক্ষা সামগ্রী প্রস্তুত, সম্পাদন, প্রকাশ বা সরবরাহ করতে পারবেন না। ঙ. এ পরিপত্রের কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে সার্ভিসের সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রযোজ্য আইন ও বিধি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কাঁচামাল আমদানিতে সুযোগ

(শেষ পাতার পর)

মার্কিন ডলার পর্যন্ত পণ্য আমদানি করতে পারতেন। কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে ছিল পৃথক সীমাও। নতুন নীতিতে সেই মূল্যসীমা তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রচলিত চুক্তিনির্ভর বিকল্প পেমেন্ট ব্যবস্থার আওতায় আরও বেশি পণ্য আমদানির সুযোগ তৈরি হলো। এতে একদিকে ব্যাংকিং প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতা কমতে পারে, অন্যদিকে আমদানিকারক ও বিদেশি সরবরাহকারীর মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যিক চুক্তির সুযোগও বাড়বে। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এলসির বাইরে লেনদেন বাড়লে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং ওভার বা আন্ডার-ইনভয়েসিংয়ের মতো ঝুঁকি মোকাবিলায় কার্যকর নজরদারিও জরুরি হয়ে উঠবে। নতুন আমদানি নীতিতে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল বা ফ্রি ট্রেড জোন এবং সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ প্রতিষ্ঠার বিধান যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে আঞ্চলিক বাণিজ্য, লজিস্টিকস ও পুনঃরফতানির একটি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হবে বলে সরকারের প্রত্যাশা। একই সঙ্গে রফতানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাও আরও কার্যকর হতে পারে। আগের নীতিতে রফতানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বন্ড সুবিধাসহ বিভিন্ন বিধান থাকলেও নতুন আদেশে কেন্দ্রীয় বন্ডেড ওয়্যারহাউজকে বাণিজ্য ও লজিস্টিক অবকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে আরও স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন আমদানি নীতিতে প্রথমবারের মতো 'প্রবাসী বাংলাদেশি'র সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের অনুমোদিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধনি যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত আধুনিক অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে শিল্প ও বিনিয়োগে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রফতানি বহুমুখীকরণ এবং উচ্চ মূল্য সংযোজনসম্পন্ন পণ্যের রফতানি বাড়াতে নতুন নীতিতে বিভিন্ন রফতানিমুখী শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও উৎপাদন উপকরণ আমদানির সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বিশেষ করে 'ফ্রি অব কস্ট' বা বিনামূল্যে কাঁচামাল ও উৎপাদন উপকরণ আমদানির সুযোগ বাড়ানোর বিষয়টি নতুন নীতিতে গুরুত্ব পেয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দ্রুত সংগ্রহের সুযোগ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন আমদানি নীতির আরেকটি আলোচিত পরিবর্তন হলো মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনক্ষমতার সীমা বাড়ানো। আগের ২০২১-২০২৪ সালের আমদানি নীতিতে সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায় ১৬৫ সিসির বেশি মোটরসাইকেল আমদানিতে বিধিনিষেধ ছিল। নতুন নীতিতে সেই সীমা বাড়িয়ে ৩৭৫ সিসি পর্যন্ত করা হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের মাঝারি ও উচ্চক্ষমতার মোটরসাইকেল সরাসরি বাংলাদেশে আমদানির সুযোগ বাড়বে। তবে এর ফলে স্থানীয় মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর প্রতিযোগিতার চাপ বাড়তে পারে। পণ্যের এইচএস কোড ও বর্ণনার মধ্যে অসামঞ্জস্যের কারণে আমদানিকারকদের দীর্ঘদিনের যে জটিলতার মুখে পড়তে হয়, নতুন নীতিতে সেটি কমানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। নীতির খসড়া প্রণয়নের সময় এইচএস কোডের বর্ণনাকে চূড়ান্ত ভিত্তি হিসেবে বিবেচনার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কোড ও পণ্যের বর্ণনার অসামঞ্জস্যকে কেন্দ্র করে আমদানি প্রক্রিয়ায় হয়রানি ও বিলম্ব কমানো। নতুন আমদানি নীতি আদেশের শুরুতেই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট (সেপা), ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট, একতরফা ও দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির মতো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অগ্রাধিকারমূলক ও দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির দিকে এগোচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতে যেসব বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হবে, সেগুলোর আওতায় আমদানি ব্যবস্থাকে নতুন নীতির সঙ্গে সমন্বয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে। ২০২১-২০২৪ সালের আমদানি নীতি আদেশের মেয়াদ ২০২৪ সালের ৩০ জুন শেষ হলেও নতুন আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত আগের নীতিই কার্যকর ছিল। সামগ্রিকভাবে নতুন আমদানি নীতি আদেশে বাংলাদেশের আমদানি ব্যবস্থাকে প্রচলিত এলসি-নির্ভর কাঠামো থেকে আরও নমনীয় ও চুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার দিকে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমদানি অর্থায়ন, বিনিয়োগ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ, লজিস্টিকস, পুনঃরফতানি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তিকে একই নীতিগত কাঠামোর মধ্যে আনার চেষ্টা করা হয়েছে নতুন আদেশে। বিশেষ করে মূল্যসীমা ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে পণ্য আমদানির সুযোগ ব্যবসায়ীদের জন্য বড় পরিবর্তন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে এই সুযোগের সুফল নিশ্চিত করার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার সুষ্ঠু ব্যবহার, পণ্যের প্রকৃত মূল্য ঘোষণা এবং অর্থপাচার প্রতিরোধে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর নজরদারিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

বিশ্বমানবের নিকট অসাধারণ

(শেষ পাতার পর)

রহমতের অবারিত দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। সততা, নম্রতা, উদারতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং নবীজির প্রদর্শিত পথে চলার জন্য এই দিনটি এক অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আমি দেশবাসীসহ মুসলিম উম্মাহর অসীম শান্তি ও অফুরন্ত কল্যাণ কামনা করছি। তাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, মহানবীর কালজয়ী মূল্যবোধ, মানবতা, সহমর্মিতা, উদারতা, মানুষের প্রতি সহানুভূতি মানবজাতির নিকট চিরকালীন এক পরম শিক্ষা হয়ে থাকবে। কৈশোরকাল থেকেই তিনি মিথ্যার বিরুদ্ধে এক অকুতোভয় যোদ্ধা, যিনি কোনোদিন আমানতের খেয়ানত করেননি, অন্যের উপকার করা যিনি পরম কর্তব্য বলে মনে করতেন। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কোরআন মহানবীর (সা.) ওপর অবতীর্ণ করেন। যা মানব জাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির যাবতীয় নির্দেশাবলী অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষকে পরিপূর্ণ ও মর্যাদাশীল করে তোলে। তার জীবন ও কর্ম অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিমরা শৃঙ্খলিত মানুষের মুক্তি ও মানবতা প্রতিষ্ঠাসহ নিজেদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করার অনুপ্রেরণা পায়।

হাতকাটা কাশেম ৫ দিনের

(শেষ পাতার পর)

হান্নান আসামিকে ৭ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই আরিফ রেজা এবং রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন। শুনানিতে আসামিপক্ষের আইনজীবী মাসুদ খান রিমান্ড আবেদন বাতিল ও জামিন চেয়ে বলেন, আবুল কাশেম পাটোয়ারী এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন। রাজনৈতিকভাবে হয়রানির উদ্দেশ্যে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাই তার জামিন প্রার্থনা করা হয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষ রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করে সর্বোচ্চ রিমান্ড মঞ্জুরের আবেদন জানায়। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। পুলিশের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০১৫ সালের ২০ এপ্রিল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী তাবিথ আউয়ালের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে গিয়ে কাওরান বাজার এলাকায় বাপেক্স ভবন, পল্লী ভবন, পরিবার পরিকল্পনা অফিস ও কাব্যকস সুপার মার্কেটের সামনে খালেদা জিয়ার গাড়িবহরে হামলার ঘটনা ঘটে। মামলার অভিযোগে বলা হয়, আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেআইনি জনতাবদ্ধে হামলা চালান। এতে খালেদা জিয়ার গাড়িবহরের একাধিক গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। হামলায় সিএসএফের নিরাপত্তাকর্মীসহ বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী গুরুতর আহত হন। পুলিশ জানায়, তদন্তের একপর্যায়ে বিশ্বস্ত সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর কাওরান বাজার এলাকা থেকে আবুল কাশেম পাটোয়ারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মামলার ঘটনায় তার সরাসরি সম্পৃক্ততার বিষয়ে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছে পুলিশ। আবেদনে আরও বলা হয়, মামলার অন্যান্য আসামিকে গ্রেপ্তার, হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার এবং ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের স্বার্থে আবুল কাশেমকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন। এছাড়া তাকে জামিনে মুক্তি দিলে পলাতক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পুলিশের দাবি, আবুল কাশেম পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় হত্যা ও হত্যাচেষ্টাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। গত ১৭ আগস্ট রাজধানীর কাওরান বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের

(শেষ পাতার পর)

হোসেন ও মো. আনিছুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

আমানতে থাকছে না 'হেয়ারকাট'

বৈঠকে গভনর্র বলেন, 'জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী সম্মিলিত ব্যাংকের আমানতকারীদের মুনাফার ওপর কোনো ধরনের হেয়ারকাট থাকবে না বলে ঘোষণা দেন। এ বিষয়ে আমানতকারীদের মধ্যে এখনও কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের সকল আমানতকারীকে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে জানাতে হবে যে, আমানতকারীদের মুনাফার ওপর কোনো ধরনের হেয়ারকাট থাকবে না।' তিনি বলেন, 'গত বছরের ডিসেম্বর ঘোষিত স্কিম অনুযায়ী ইতোমধ্যে আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়া হচ্ছে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার থেকে ব্যক্তি আমানতকারীরা যাতে তাদের আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব, মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব ও মুদারাবা মেয়াদি আমানতের মূল অর্থ স্কিমে প্রদত্ত নির্দেশনার বাইরেও প্রয়োজন অনুযায়ী তোলার সুযোগ পান সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেন, '৩৫ হাজার কোটি টাকা মূলধন সমৃদ্ধ দেশের সর্ববৃহৎ এবং একমাত্র সরকারি মালিকানাধীন ইসলামী ব্যাংক হিসেবে যাত্রা শুরু করা সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসিকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।' দীর্ঘদিন আমানতকারীদের জমানো টাকা ফেরত দিতে না পারা শরীয়াহভিত্তিক এক্সিম ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, সোশ্যাল ইসলামী, ইউনিয়ন, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক মিলে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক গঠন করা হয়। ব্যাংকগুলো এতদিন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ